بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ

(আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁর দয়ালু হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত ও সালাম পাঠ করছি।)

সূরা ফাতিহার নামসমূহ ঃ এ সূরার বহু নাম.রয়েছেঃ (১) ফাতিহা, (২) ফাতিহাতুল কিতাব (ক্বোরআনের ভূমিকা), (৩) উম্মুল ক্বোরআন (ক্বোরআনের মূল), (৪) সূরাতুল কান্‌য্‌ (ভাণ্ডার সূরা), (৫) কাফিয়াহ্‌ (প্রাচুর্যসম্পন্ন), (৬) ওয়াফিয়াহ্‌ (পরিপূর্ণ), (৭) শাফিয়াহ্‌ (আরোগ্যদায়ক), (৮) শেফা (আরোগ্য), (৯)সাব্‌'ই মাসানী (সপ্ত প্রশংসা, বারংবার আবৃত্তিযোগ্য সপ্ত আয়াত), (১০) নূর (জ্যোতি), (১১) রুক্বইয়াহ্‌ (দো'আ-তাবিজ), (১২) সূরাতুল হাম্‌দ (প্রশংসার সূরা), (১৩) সূরাতুদ্‌ দো'আ (প্রার্থনার সূরা), (১৪) তা'লীমুল মাস্‌আলা (মাসআলা শিক্ষা), (১৫) সূরাতুল মুনাজাত (মুনাজাতের সূরা), (১৬) সূরাতুত্‌ তাফভীদ (অর্পণের সূরা), (১৭) সূরাতুস্‌ সাওয়াল (যাঞ্ছার সূরা), (১৮) উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল), (১৯) ফাতিহাতুল ক্বোরআন (ক্বোরআনের সূচনা) এবং (২০) সূরাতুস্‌ সালাত (নামাযের সূরা)।

এ সূরায় সাতটি আয়াত, সাতাশটি পদ এবং একশ চল্লিশটি বর্ণ আছে। কোন আয়াত 'নাসিখ' (রহিতকারী) কিংবা 'মানসূখ' (রহিতকৃত) নয়।

শানে নূযুল (অবতরণের প্রেক্ষাপট) ঃ এ সূরা মক্কা মুকার্‌রামাহ্‌ কিংবা মদীনা মুনাওয়ারাহ্‌য় অথবা উভয় পূণ্যময়ী ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আমর ইবনে শোরাহ্‌বীল থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হাকে বললেন, "আমি এক আহ্‌বান শুনে থাকি, যাতে (اِقْرَأْ) 'ইক্বরা' (আপনি পড়ুন!) বলা হয়।" ওয়ারক্বাহ্‌ ইবনে নওফলকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলো। তিনি আরয করলেন, "যখন এ আহ্বান আসে তখন আপনি স্থিরচিত্তে তা শ্রবণ করুন।" এরপর হযরত জিব্‌রাঈল (আলায়হিস্‌ সালাম) হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, আপনি বলুন, "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম, আল্‌হামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন।" এ থেকে বুঝা যায় যে, অবতরণের দিক দিয়ে এটাই প্রথম সূরা। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম 'সূরা ইক্বরা' নাযিল হয়েছে। দো'আ বা প্রার্থনার তরীক্বা শিক্ষা দেয়ার জন্য এ সূরার বর্ণনাভঙ্গী বান্দাদের ভাষায়ই এরশাদ হয়েছে।

সূরা ঃ ১	১	ফাতিহা

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

সূরা ফাতিহা মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৭ রুকূ'-১

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রতি, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর;	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١
২. পরম দয়ালু, করুণাময়;	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢
৩. প্রতিদান দিবসের মালিক।	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣

মানযিল - ১

মাস্‌আলা ঃ নামাযে এ সূরা পাঠ করা ওয়াজিব– ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য নিজ মুখে উচ্চারণ করে (প্রত্যক্ষভাবে) এবং মুক্তাদীর জন্য 'হুক্‌মী' বা পরোক্ষভাবে (অর্থাৎ ইমামের মুখে)। বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে আছে- قِرَأَةُ الْاِمَامِ لَهٗ قِرَأَةٌ অর্থাৎ "ইমামের পাঠ করাই মুক্তাদীর পাঠ করা।" ক্বোরআন মজীদে মুক্তাদীকে নীরব থাকার এবং ইমামের 'ক্বিরআত' শ্রবণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে- اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا (অর্থাৎ-যখন ক্বোরআন মজীদ পাঠ করা হয় তখন তোমরা তা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং নিশ্চুপ থাকো)। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে-اِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا অর্থাৎ "ইমাম যখন 'ক্বিরআত' পাঠ করেন তখন তোমরা চুপ থাকো।" আরো বহু সংখ্যক হাদীসে একথাই বর্ণিত হয়েছে।

মাস্‌আলা ঃ জানাযার নামাযে 'দো'আ' স্মরণ না থাকলে 'সূরা ফাতিহা' দো'আর নিয়তে পাঠ করা জায়েয; ক্বিরআতের নিয়তে জায়েয নয়। (আলমগীরী)

সূরা ফাতিহার ফযীলতসমূহ ঃ হাদীসসমূহে এ সূরার বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তাওরীত, ইন্‌জীল ও যাবূরে এর মতো কোন সূরা নাযিল হয়নি।" (তিরমিযী শরীফ)

এক ফিরিশতা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর সালাম আরয করলেন এবং এমন দু'টি 'নূর'-এর সুসংবাদ দিলেন, যা হুযূরের পূর্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি। একটা হচ্ছে 'সূরা ফাতিহা', অন্যটা 'সূরা বাক্বারা'র শেষ আয়াতসমূহ। (মুসলিম শরীফ)

সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রোগের জন্য শেফা। (দারমী শরীফ)

সূরা ফাতিহা একশবার পাঠ করে যে প্রার্থনাই করা হোক, আল্লাহ্‌ তা'আলা কবূল করেন। (দারমী শরীফ)

www.sunnibarta.com

ইস্‌তি'আযাহঃ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ **(আ'ঊযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম) পাঠ করা**

মাস্‌আলাঃ ক্বোরআন তেলাওয়াতের পূর্বে 'আঊযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' পাঠ করা সুন্নাত– (তাফ্‌সীর-ই-খাযিন)। তবে, ছাত্র যখন শিক্ষক থেকে পাঠ করে তখন তার জন্য সুন্নাত নয়। (ফতোয়া-ই-শামী)

মাস্‌আলাঃ নামাযের মধ্যে ইমাম কিংবা একাকী নামায আদায়কারীর জন্য 'সানা' (সুব্‌হা-নাকা) পাঠ করার পর নীরবে 'আঊযু বিল্লাহ্' পাঠ করা সুন্নাত। (শামী)

তাস্‌মিয়াহ্ ঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) পাঠ করা**

মাস্‌আলাঃ 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' ক্বোরআন পাকেরই আয়াত; তবে সূরা ফাতিহা কিংবা অন্য কোন সূরার অংশ নয়। এজন্যই তা (ক্বিরআতের সাথে) উচ্চরবে পাঠ করা হয় না। বোখারী ও মুস্‌লিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত সিদ্দীক্বে আকবর ও হযরত ফারূক্বে আ'যম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) 'আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন' থেকেই নামায (ক্বিরআত) আরম্ভ করতেন। (অর্থাৎ সূরা ফাতিহার সাথে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চরবে পাঠ করতেন না।

মাস্‌আলাঃ 'তারাবীহ্‌র নামায'- এর মধ্যে যেই খতম আদায় করা হয় তাতে কখনো একবার উচ্চরবে 'বিস্‌মিল্লাহ্' অবশ্যই পড়তে হবে, যেন একটা আয়াত বাদ না পড়ে।

মাস্‌আলাঃ ক্বোরআন শরীফে 'সূরা বারাআত' (সূরা তাওবা) ব্যতীত প্রত্যেকটা সূরা 'বিস্‌মিল্লাহ্' সহকারে আরম্ভ করতে হয়।

মাস্‌আলাঃ 'সূরা নাম্‌ল'-এর মধ্যে সাজদার আয়াতের পর যেই 'বিস্‌মিল্লাহ্'র উল্লেখ রয়েছে তা কোন পূর্ণ আয়াত নয়; বরং আয়াতের একটা অংশ মাত্র। সর্বসম্মতভাবে, ঐ আয়াতের সাথে অবশ্যই পড়তে হবে– যেসব নামাযে 'ক্বিরআত' উচ্চরবে পড়া হয় সেসব নামাযে সরবে, আর যেসব নামাযে নীরবে পড়তে হয় সেসব নামাযে নীরবে।

মাস্‌আলাঃ প্রত্যেক 'মুবাহ্' (বৈধ) কাজ 'বিস্‌মিল্লাহ্' সহকারে আরম্ভ করা মুস্তাহাব। 'নাজায়েয্' বা অবৈধ কাজের প্রারম্ভে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়া নিষিদ্ধ।

সূরা ফাতিহার বিষয়বস্তুসমূহঃ এ সূরায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা, রাবূবিয়াত, রহমত, মালিকানা, ইবাদতের একক উপযুক্ততা, উত্তম কাজের তৌফিক দান, বান্দাদের পথ-নির্দেশনা, আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ, ইবাদতকে একমাত্র তাঁরই জন্য সীমিতকরণ, সাহায্য তাঁরই নিকট প্রার্থনা করা, তাঁরই হিদায়ত তলব করা, প্রার্থনার নিয়ম-কানুন, সৎবান্দাদের অবস্থাদির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা, পথভ্রষ্টদের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকা ও তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা, পার্থিব জীবনের পরিণতি ও প্রতিদান, প্রতিদান-দিবসের বিস্তারিত এবং সমস্ত মাস্‌আলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে।

সূরা ঃ ১	২	ফাতিহা
৪. আমরা (যেন) তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি!	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٤	
৫. আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো!	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝٥	
মানযিল – ১		

হামদঃ حَمْد (আল্লাহ্‌র প্রশংসা)

মাস্‌আলাঃ প্রতিটি কাজের প্রারম্ভে 'তাস্‌মিয়াহ' (আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা)-এর ন্যায় 'হাম্‌দ' (আল্লাহ্‌র প্রশংসা) করা চাই।

মাস্‌আলাঃ 'হাম্‌দ' কখনো 'ওয়াজিব'; যেমন-জুমু'আর খোৎবায়। কখনো 'মুস্তাহাব'; যেমন-বিবাহের খোৎবায়, দো'আয়, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রারম্ভে এবং প্রত্যেক পানাহারের পর। কখনো 'সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্'; যেমন-হাঁচি আসার পর। (তাহ্‌তাভী শরীফ)

রাব্বিল আলামীন (رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ **)ঃ** এর মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিজগত যে ক্ষণস্থায়ী, 'মুম্‌কিন' ★ ও মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ্ তা'আলা যে চিরস্থায়ী, অনাদি, অনন্ত, চিরন্তন, চিরজীবী, চির তত্বাবধায়ক, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ– সেসব বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে; যেসব গুণাবলী আল্লাহ্ পাক 'রাব্বুল আলামীন'-এর জন্য অপরিহার্য। এ দু'টি মাত্র শব্দের মধ্যে 'ইল্‌ম-ই-ইলাহিয়্যাৎ' (খোদাতাত্বিক জ্ঞান) -এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মা-লিকি ইয়াউমিদ্দীন (مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ **)ঃ** আল্লাহ্‌রই মালিকানার পূর্ণ-বিকাশের বর্ণনা এবং এটা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নয়। কেননা, সমস্ত সৃষ্টি হলো তাঁরই মামলূক (মালিকানাধীন) এবং মামলূক উপাস্য হবার যোগ্য হতে পারে না। এ থেকে জানা যায় যে, দুনিয়া হচ্ছে 'দারুল আমল' বা কর্মক্ষেত্র। আর এর একটা অন্ত বা শেষ রয়েছে। বিশ্বের এ পরম্পরাকে 'আদি-অন্তহীন' বলা বাতিল। দুনিয়ার পরিসমাপ্তির পর একটা প্রতিদান-দিবস রয়েছে। এ আয়াত দ্বারা 'তানাসুখ' (পুনঃজন্মবাদ) বাতিল বলে প্রমাণিত হলো।

★ **'মুমকিন' (** مُمْكِن **)ঃ আরবী দর্শন শাস্ত্রের পরিভাষায়, 'মুমকিন' হলো– যা সৃষ্টি হবার পূর্বে 'হওয়া' বা 'না হওয়া' উভয়ই সম-সম্ভাবনাময়; কিন্তু তা অস্তিত্ব লাভ করার জন্য অপরের (অর্থাৎ স্রষ্টার) মুখাপেক্ষী।**

www.sunnibarta.com

ইয়্যাকা না'বুদু (إِيَّاكَ نَعْبُدُ)ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর বর্ণনার পর আয়াতের এ অংশটা উল্লেখ করে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় যে, 'আক্বীদা'ই আমলের পূর্বশর্ত এবং ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা আক্বীদার বিশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল।

মাস্আলাঃ 'না'বুদু' (نَعْبُدُ) – এ বহুবচন ক্রিয়াপদ দ্বারা ইবাদতকে জমা'আত সহকারে (সম্মিলিতভাবে) আদায় করার বৈধতাও বোধগম্য হয়। একথাও বুঝা যায় যে, সাধারণ মুসলমানের ইবাদত আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের ইবাদতের সাথে মিলে কবূলিয়াতের মর্যাদা লাভ করে।

মাস্আলাঃ এতে শির্ক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো জন্য ইবাদত হতে পারে না।

ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন (إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ)ঃ এ'তে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সাহায্য প্রার্থনা শুধু আল্লাহ্র নিকটই– প্রত্যক্ষভাবে হোক, কিংবা পরোক্ষভাবে হোক। সাহায্য প্রার্থনার উপযোগী প্রকৃতপক্ষে তিনিই; অন্যান্য উপায়-উপকরণ, সেবক ও বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি সবই আল্লাহ্র সাহায্যেরই প্রকাশস্থল। বান্দাকে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ্র কুদরতকেই প্রকৃত কার্য সম্পাদনকারী মনে করা একান্ত আবশ্যক। আয়াতের এ অংশ থেকে নবী ও ওলীগণের নিকট সাহায্য চাওয়াকে শির্ক মনে করা একটা বাতিল আক্বীদা (ভ্রান্ত বিশ্বাস)। কেননা, আল্লাহ্র নৈকট্যধন্য বান্দাদের সাহায্য (প্রকৃতপক্ষে,) আল্লাহ্রই সাহায্য, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা নয়। যদি এ আয়াতের ঐ অর্থ হতো, যা ওহাবী সম্প্রদায় বুঝে নিয়েছে, তা'হলে ক্বোরআন মজীদে (أَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ) (যুল ক্বারনায়ন বললেন, "তোমরা আমাকে শক্তি দ্বারা সাহায্য করো"।) এবং إِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো!) কেন এরশাদ হয়েছে? আর হাদীস শরীফসমূহে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের নিকট সাহায্য চাওয়ার শিক্ষাই বা কেন দেয়া হয়েছে?

ইহ্দিনাস সিরা-তাল মুস্তাক্বীম (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ)ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয়ের পর ইবাদত, অতঃপর প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন। এ থেকে এ মাস্আলা জানা যায় যে, বান্দাদের ইবাদতের পর দো'আয় মগ্ন হওয়া উচিত। হাদীস শরীফেও নামাযের পর 'দো'আ' বা প্রার্থনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। (তাব্রানী ফিল্ কবীর ও বায়হাক্বী ফিস্ সুনান)

সূরা ঃ ১	৩	ফাতিহা
৬. তাঁদেরই পথে, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো; ৭. তাদের পথে নয়, যাদের উপর গযব নিপতিত হয়েছে এবং পথভ্রষ্টদের পথেও নয়। (আমীন!) ★	صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝	
মানযিল – ১		

'সিরাতাল মুস্তাক্বীম' দ্বারা 'ইস্লাম' অথবা 'ক্বোরআন মজীদ' কিংবা 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পূত পবিত্র চরিত্র' অথবা 'হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন (আহ্লে বায়ত) ও সাহাবা কেরামের কথা'ই বুঝানো হয়েছে। এ'তে প্রমাণিত হয় যে, 'সিরাতাল মুস্তাক্বীম' হলো আহ্লে সুন্নাতেরই অনুসৃত পথ; যাঁরা আহ্লে বায়ত, সাহাবা কেরাম, ক্বোরআন ও সুন্নাহ্ এবং 'বৃহত্তম জমা'আত' সবাইকে মান্য করেন।

সিরা-তাল্লাযী-না আন্'আম্তা আলায়হিম (صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)ঃ (এ আয়াত) উপরোক্ত বাক্যেরই তাফ্সীর বা ব্যাখ্যা। অর্থাৎ 'সিরাতাল মুস্তাক্বীম' দ্বারা মুসলমানদেরই পথকে বুঝানো হয়েছে। (তাছাড়া, তা'দ্বারা অনেক মাস্আলার সমাধানও পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ে বুযর্গানে দ্বীনের আমল রয়েছে তা-ই 'সিরাতাল মুস্তাক্বীম'-এর অন্তর্ভূক্ত।

গায়রিল মাগ্দূবি আলায়হিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ)ঃ এ বাক্যেও হিদায়ত রয়েছে। যেমন-

মাস্আলাঃ সত্য-সন্ধানীদের জন্য খোদার দুশ্মন থেকে দূরে থাকা এবং এদের পথ, কার্যকলাপ, আচার-আচরণ এবং রীতি-নীতি থেকে বিরত থাকা একান্ত আবশ্যক।

তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়ত থেকে বুঝা যায় যে, 'মাগ্দূ-বি আলায়হিম' (مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ) দ্বারা 'ইহুদী' এবং 'দোয়া-ল্লীন' (ضَآلِّيْنَ) দ্বারা খৃষ্টানদের কথা বুঝানো হয়েছে।

মাস্আলাঃ 'দোয়াদ' (ض)ও 'যোয়া' (ظ)-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন বৈশিষ্ট্যে অক্ষর দু'টির মধ্যে মিল থাকা উভয়কে এক করতে পারে না। কাজেই, غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ 'যোয়া' (ظ) সহকারে পাঠ করা যদি ইচ্ছাকৃত হয় তবে তা হবে ক্বোরআন পাকে বিকৃতি সাধন ও 'কুফর'; নতুবা না-জায়েয।

মাস্আলাঃ যে ব্যক্তি 'দোয়াদ' (ض)-এর স্থলে 'যোয়া' (ظ) পড়ে সে ব্যক্তির 'ইমামত' জায়েয্ নয়। (মুহীতে বুরহানী)

আ-মীন (آمِيْنَ)ঃ এর অর্থ হচ্ছে- 'এরূপ করো' অথবা 'কবূল করো'!

মাস্আলাঃ এটা ক্বোরআনের শব্দ নয়।

মাস্আলাঃ 'সূরা ফাতিহা' পাঠান্তে– নামাযে ও নামাযের বাইরে 'আ-মীন' (آمِيْن) বলা সুন্নাত।

★ **'সূরা ফাতিহা' সমাপ্ত।**

www.sunnibarta.com